দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 09 APR 1997
পৃঃ ৭ কলাম ৭

02

সরকারী অনুদান অব্যাহত রাখার জন্য অবাধে নকল করার সুযোগ দান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পঞ্চগড়।– প্রশাসনের সহায়তায় জেলার বোদা থানায় চলতি এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রে ফ্রি স্টাইলে নকল হয়েছে।

জানা গেছে, পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে 'ফ্যাসিলিটি ফি' ও 'প্রশাসন ম্যানেজ ফি' আদায় করে তাদের অবাধে নকল করার সুযোগ দেয়া হয়।

সাম্প্রতিককালে ঘোষিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সার্কুলারে বলা হয়, প্রতিটি বিদ্যালয়ের শতকরা ৫০ ভাগ ছাত্রছাত্রী পাস না করলে শিক্ষকদের সরকারী অনুদান বন্ধ করে দেয়া হবে। এরই প্রেক্ষিতে বিদ্যালয়-সমূহের ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্র সচিব ও উপকেন্দ্র সচিব পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্বে নিয়োজিত টিএনও এবং ম্যাজিস্ট্রেটকে ম্যানেজ করেছে, যাতে করে অন্তত শতকরা ৫০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী পাস করতে পারে।

ফলে জেলার বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রে ফ্রি স্টাইলে নকল চলে। এছাড়াও কিছু সংখ্যক রিজার্ভ শিক্ষক প্রশ্নপত্রের উত্তর তৈরী করে অবাধে রুমে রুমে সরবরাহ করে। তবে থানা নির্বাহী অফিসার কেন্দ্র সচিবের সরবরাহকৃত তালিকা মোতাবেক লোক দেখানো কয়েকজন ছাত্রছাত্রীকে বহিষ্কার করেছে। এসব বহিষ্কৃত ছাত্রছাত্রী ফ্যাসিলিটি ফি দিতে অস্বীকার করেছিল।

এসএসসি পরীক্ষার এই নৈরাজ্য-কর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য জেলা প্রশাসককে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে।

নীলফামারী

নিজস্ব সংবাদদাতা নীলফামারী থেকে জানান, ডোমার থানার জোড়া-বাড়ি সিদ্দিকীয়া দাখিল মাদ্রাসার তত্ত্বাবধায়ক মাদ্রাসার তহবিল থেকে ৩৫ হাজার ২৯৫ টাকা আত্মসাৎ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

অভিযোগে বলা হয়েছে, মাদ্রাসার তত্ত্বাবধায়ক এ বি এম মকবুল হোসেন গত ৪ ফেব্রুয়ারী ডোমার শাখা সোনালী ব্যাংক হিসাব নং ৪৮৯৪ তে রক্ষিত মাদ্রাসার তহবিল থেকে ৩৫ হাজার ২৯৫ টাকা উত্তো-লন করে আত্মসাৎ করে।

ঘটনা জানাজানি হলে মাদ্রাসার শিক্ষকগণ থানা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবরে লিখিত অভিযোগ করেন।

থানা নির্বাহী কর্মকর্তা ঘটনাটি তদন্তের জন্য ৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি টিম গঠন করেন। গত ২৩ মার্চ তদন্ত টিম ঘটনা তদন্ত করেন এবং এর সত্যতার প্রমাণ পান।